বিবাহ বার্ষিকির দ্বারে

অরবিন্দ সিংহ

এলাকার সবচেয়ে ধনী চাকুরিজীবি হলো মহেশ বাবু । যার ৮০-৯০ হাজার টাকা মাসিক আয়। স্ত্রীর আয়ের অঙ্কটা তো ছেড়েই দিলাম। দুই আয়ের মেরুতে এক মেয়ে আর এক ছেলে । কেউ সি.এ.পড়ছে। কেউ পড়ছে ডাক্তারি। তারিখটা আজ ২৫শে শ্রাবণ। শ্রাবণের ঘাড়ে চেপে চারিদিকের আলোর রোশনাই যেন করছে ছেলে খেলা। ছেলে খেলার উন্মাদনায় ভাগ বসিয়েছে যত আমন্ত্রিত অথিতিরা। অলক্ষ্যে তাদের স্বাগত জানিয়ে যাচ্ছে কিছু বৃক্ষচ্যুত ফুলের গন্ধ আর বিদেশী পারফিউম। এই সব গন্ধের সাথে হাত মিলিয়ে কিছু বিদেশী মদের গন্ধ আর কিছু বিয়ারের গন্ধ, ও এগলা ওগলা করে প্রতিটি উদরে গিয়ে উদাম নৃত্য। সেই নৃত্যের তালে তাল মিলিয়ে অথিতিরাও মাঝে মাঝে করে ঢলে-পড়া নৃত্য। এই নৃত্যের ভীড়ে ঢুকে পড়ে এক সত্তোর ছুঁই ছুঁই বুড়ো বলছেন, "দাদা, মহেশবাবু কে একটু বলুন না? ও ভাই,একটু বলুন না মহেশবাবু কে?" কে কার কথা শোনে ! সবাই যে যার চাহিদায় মত্ত। এই মত্তের ঘাড়ে চেপে স্বয়ং মহেশবাবু বুড়োর কাছে এস, একটু ভাব গম্ভীর বিরক্ত মিশিয়ে বলে,"হ্যাঁ কি হয়েছে, বলুন না? আমিই মহেশবাবু । বুড়ো ছেঁড়া ধুতিটার আঁচলে মুখটা মুছে নিয়ে বলেন,"আমি ঐ মেট্রোর মোড়টায় থাকি। কোন রকম রিক্সো চালিয়ে দিন কাটাই । আজ আপনাদের বিবাহ বার্ষিকি। বহুটাকা খরচ করছেন। সামান্য টাকার জন্যে আমার মেয়েটা বিয়ে দিতে পারছি না। আপনার এই শুভ দিনে যদি কিছু সাহায্য করেন, তাহলে অভাগী মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। বিশ্বাস যদি না হয়, এই দেখুন কমিশনারের চিঠি। এই আমার ঠিকানা।" ততক্ষণে অনেকেই ঘিরে ধরেছে। উৎসবকর্তা বড় বড় চোখ করে বলে, "থাক থাক। আমি আপনাকে চিনি। এই সাহায্য-ফাহায্য করতে পারবো না। যান মন্ত্রীদের কাছে যান। যত ঝামেলা এই দিনে!" বুড়ো হ্ত জোড় কওে বলেন," দাদা যাবেন না। একটু দয়া করুন।" এই সময় পাশের এক অথিতি মহেশ বাবুর গিন্নীর গলায় গলা ফেলে বলে," দিয়ে দেননা কিছু।" সঙ্গে সঙ্গে মহেশবাবু একটা একশ টাকার নোট বের করে বুড়োর হাতে ধরিয়ে দিল। বুড়ো টাকাটা নিয়ে, "মাত্র একশ টাকা! এই নিন আপনার টাকা। আর যদি চান তো আমি আপনাকে একশ টাকা দিতে পারি। বিবাহ বার্ষিকি! লোককে দেখাবার জন্য পেপারে ছাপিয়ে বাহাদুরি। যারা অভাবকে চেনে না, যারা অসহায়কে চেনে না, তারা আবার উৎসবের আনন্দ খোঁজে! সুখের অনুভূতি প্রকাশ করে। ! না লোককে স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে।" এই বলে বুড়ো টাকাটা ফেলে দিয়ে গট্-গট্ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এই দেখে মহেশবাবুর মেয়ে, বাবাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দ্রুত সিঁড়িতে পা রাখল। প্রায় সকলের মত্ততা তখন স্থির দৃষ্টির নিক্ষেপে যেন বরফ হয়ে গেছে । শত বরফের মধ্যে মহেশবাবু যেন বরফের চাঁই হয়ে, একবার বুড়োর দিকে তাকায় একবার টাকাটার দিকে তাকায় । এমন সময় টাকাটা হাসতে হাসতে বলে, ! কিরে বেটা? বেশ তো আমাকে নিয়ে অহংকারের আখ্যায় ব্যাখ্যায় উৎফুল্লতায় গদ গদ। আরে আমি আমরা আছি বলে তো এত উৎসব। ঐ দ্যাখ, তোদের সমস্ত আনন্দের উৎসটা নিয়ে পালাচ্ছে। পারিস তো ধর দেখি। কেমন পুরুষের বেটা।" মহেশবাবু বুড়োটার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে বলে, "দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি এক হাজার দেব। দুই হাজার দেব, চার হাজার, ছয় হাজার, দশ হাজার দেব"। এইভাবে মহেশবাবু তার সর্বস্ব দিয়েও বুড়োকে আর থামাতে পারল না। এমন কী একবারও বুড়ো পেছন ফিরে তাকালেন না। এই দেখে বিবাহ বার্ষিকির রঙিন আলোগুলি ও মুচকি হাসে ।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা, ০২/০১/২০০৭